ঢাকার সিনেমায় বিদেশি নায়িকা

বাংলাদেশের অনেক তারকা অভিনয় করেছেন বিদেশি সিনেমায়। তেমনি অনেক বিদেশি তারকাকেও দেখা গেছে বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় করতে। বিশেষ করে যৌথ প্রযোজনার সিনেমাগুলোতে দুই দেশের তারকার উপস্থিতি থাকতো বেশ চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সিনেমাগুলোতে বিদেশি নায়িকাদের আধিপত্য বেড়েছে। যার ফলে কমে যাচ্ছে দেশি নায়িকাদের কদর। ইদানিং বিদেশি নায়িকাদের প্রতি আরও বেশি ঝুঁকছেন দেশীয় নির্মাতা ও প্রযোজকরা। মাহিয়া মাহি, পরীমনিরা যখন বিয়ে করে সন্তান নিয়ে সংসার গুছানোতে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশের সিনেমাপাড়ায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশি নায়িকারা। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের নায়িকারাও সমানভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বিদেশি সিনেমার পর্দায়। বর্তমানে কলকাতার সবচাইতে জনপ্রিয় নায়িকাদের ভিতরে আছেন বাংলাদেশের জয়া আহসান। অন্যদিকে নুসরাত ফারিয়া, বিদ্যা সিনহা মিমরাও সমানভাবে কাজ করছেন ভারতীয় সিনেমায়।

বিদেশি নায়িকাতে আস্থা শাকিবের

ঢাকাই সিনেমার নাম্বার ওয়ান নায়ক শাকিব খান। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশীও চলচ্চিত্রে রাজ করছেন তিনি। অভিনয় করেছেন বিভিন্ন নায়িকার বিপরীতে। শাবনূর, মৌসুমী থেকে হালের পূজা চেরি। তবে বর্তমানে দেশি নায়িকা নয়, বিদেশি নায়িকানির্ভর হয়ে পড়েছেন শাকিব খান। ২০২৩ সালে ঈদে মুক্তি পেয়েছে সিনেমা 'প্রিয়তমা'। সেখানে দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের নায়িকা ইধিকা পালকে। অন্যদিকে সম্প্রতি ভারত থেকে 'দরদ' সিনেমার শুটিং করে এসেছেন শাকিব খান। এতে শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেছেন ভারতীয় নায়িকা সোনাল চৌহান।

২০০৮ সালে তেলুগু সিনেমা 'রেইনবো'তে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রাঙ্গনে পা রাখেন সোনাল চৌহান। মডেলিং থেকেই বলিউডে প্রবেশ তার। ২০০৮ সালে 'জান্নাত' সিনেমায় ইমরান হাশমির বিপরীতে অভিনয় করেন তিনি। এরপর ২০১৩ সালে করেন 'থ্রিজি' সিনেমা। 'জান্নাত' ও 'থ্রিজি' সিনেমা দিয়েই বলিউডে আলোচনায় আসেন এই অভিনেত্রী। এবার শাকিব খানের হাত ধরেই বাংলা সিনেমায় অভিনয় করার সুযোগ পেলেন তিনি। এ সিনেমায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন টালিউডের পায়েল সরকার। শোনা যাচ্ছে, একই পরিচালকের আরেকটি সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে থাকবেন কলকাতার মিষ্টি চক্রবর্তী। 'রাজকুমার' সিনেমাতেও শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করছেন ভিনদেশি নায়িকা কোর্টনি কফি। ২০২২ সালে ঘোষণা এসেছিল 'রাজকুমার' সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করছেন হলিউডের মডেল ও অভিনেত্রী কোর্টনি কফি।

রোজ অ্যাডেনিয়াম

১২ ডিসেম্বর ঢাকায় শুরু হয়েছে 'রাজকুমার' সিনেমার শুটিং। এদিন শাকিবের সঙ্গে শুটিংয়ে অংশ নিয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী কোর্টনি কফি। এরপর গাজীপুর এবং মানিকগঞ্জে ছোট দুটি লটের শুটিং করে পুরো ইউনিট চলে যায় পাবনাতে। ডিসেম্বরজুড়ে দেশের বিভিন্ন অংশের কাজ শেষে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমেরিকায় হবে বাকি অংশের শুটিং। কোর্টনি কফির হলিউডে আসন্ন সিনেমার নাম 'ডমিনোস', যেটি ২০২৪ সালে মুক্তি পাবে। এ ছাড়া আরো তিনটি সিনেমা করেছেন এই অভিনেত্রী। সেগুলো হচ্ছে 'দ্য স্ট্রোম', 'কার্রেন্টলি: দ্য ডিবেট', 'রেভেনজিং এঞ্জেলস কাল দ্য হের্ড'। কোর্টনি কফির জন্ম, বেড়ে ওঠা নিউ ইয়র্কের লং আইল্যান্ডে। তিনি সেখানকার থিয়েটারের একজন পরিচিত আর্টিস্ট।

নির্মাতা তপু খান জানান, শাকিব খানকে নিয়ে নতুন সিনেমার পরিকল্পনা করছেন। সিনেমাটি নিয়ে এখনই বিস্তারিত কিছু না জানালেও এ সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে থাকবেন দেশের বাইরের নায়িকা। এ অভিনেতার মুক্তির অপেক্ষায় থাকা 'অন্তরাত্মা' সিনেমায় অভিনয় করেছেন ভারতের দর্শনা বণিক।

ঢাকাই সিনেমায় আরও বিদেশি নায়িকা

বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য একের পর এক চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন বলিউড, টালিউডের অভিনয়শিল্পীরা। এক নজর দেখে আসা যাক আরও কোন নায়িকারা এরই মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশের সিনেমায়।

দুই সিনেমায় স্বস্তিকা

দীর্ঘদিন পর ঢালিউডে ফিরছেন টালিউডের স্বস্তিকা মুখার্জি। ইতিমধ্যে তিনি একাধিক সিনেমায় নাম লিখিয়েছেন। কামরুল ইসলাম রিফাতের 'ওয়ান ইলেভেন' ও হিমু আকরামের 'আলতাবানু জোসনা দেখেনি' সিনেমায় দেখা যাবে স্বস্তিকাকে। ওয়ান ইলেভেনে স্বস্তিকা অভিনয় করবেন আফজাল হোসেনের সঙ্গে। এ বছরই দুটি সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

ওয়েব ফিল্মে শ্রীলেখা

ঢাকার ওয়েব ফিল্মে নাম লিখিয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র। 'কলকাতা ডায়েরিজ' নামের সিনেমাটি বানাচ্ছেন রাশেদ রাহা। এ সিনেমায় আরও রয়েছেন কলকাতার দর্শনা বণিক। শুটিং শেষে এখন চলছে সিনেমাটির পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ।

ঢালিউডে অন্বেষার অভিষেক

প্রযোজক ও নির্মাতা এমডি ইকবাল শুরু করেছেন তার নতুন সিনেমা 'ডেডবডি'র কাজ। এ সিনেমায় রোশানের বিপরীতে অভিনয় করছেন পশ্চিমবঙ্গের অন্বেষা রায়। অ্যানি নামেই পরিচিত তিনি। অন্বেষা মূলত মডেল। 'ডেডবডি' দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক হবে তার।

ঢাকার সিনেমায় সায়ন্তিকা

সম্প্রতি তাজু কামরুলের 'ছায়াবাজ' সিনেমার শুটিং করতে বাংলাদেশে এসেছিলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কাজের অভিজ্ঞতাটা মোটেও সুখকর হয়নি তার। নৃত্য পরিচালক ও প্রযোজকের সঙ্গে ঝামেলার কারণে কাজ শেষ না করেই ফিরতে হয়েছে তাকে। সিনেমাটি শেষ হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।

অতীতে যেসব বিদেশি তারকার এসেছেন

অতীতে যেসব বিদেশি তারকা ঢাকাই সিনেমায় অভিনয় করেছেন তার মধ্যে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, শতাব্দী রায়, রচনা ব্যানার্জি, মুনমুন সেন, ভিক্টর ব্যানার্জি, প্রসেনজিৎ, ঋতুপর্ণা, স্বস্তিকা মুখার্জি, রাইমা সেন, রিয়া সেন, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল, সব্যসাচি, জিৎ, সোহম, অঙ্কুশ, ওম, শ্রাবন্তী, শুভশ্রী, প্রিয়াঙ্কা, বনি প্রমুখ।

২০০১ সালে নার্গিস আক্তার পরিচালিত ও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত 'মেঘলা আকাশ'-এ অভিনয় করেন বলিউড অভিনেত্রী শাবানা আজমী এবং আয়ুব খান। ২০০২ সালে দেলোয়ার জাহান ঝন্টু পরিচালিত 'শত্রু ধ্বংস' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' খ্যাত অভিনেত্রী ভাগ্যশ্রী। বলিউডের শরদ কাপুরকে দেখা গিয়েছে সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত 'স্বামী ছিনতাই' সিনেমায়। মনোয়ার খোকন পরিচালিত 'স্বামী কেন আসামি' সিনেমায় অভিনয় করেছেন চাংকি পান্ডে। ২০১০ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'গোলাপি এখন বিলেতে' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। ২০১১ সালে রুবাইয়াত হোসেনের 'মেহেরজান' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন জয়া বচ্চন। এছাড়াও ২০১৭ সালে মোস্তফা সরোয়ার ফারুকীর 'ডুব' সিনেমায় অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেতা ইরফান খান।

বিদেশি নায়িকা নিয়ে ফাঁকা বুলি

এদিকে অনেকে ফাঁকা আওয়াজ করে আলোচনায় থাকতে বলিউড তারকাদের নাম ব্যবহার করছেন। বেশ কয়েকবার শোনা গেছে এই দেশের সিনেমায় কাজ করবেন ইমরান হাশমি, শ্রদ্ধা কাপুর। কিন্তু সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটেনি। শোনা গিয়েছিল বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন বলিউড তারকা রানি মুখার্জি। ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামের সিনেমায় রানির অভিনয়ের গুঞ্জন অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছিল গণমাধ্যম এবং সিনেপাড়ায়। তবে এটা যে নিছকই গুঞ্জন ছিল, সে ভুল পরে রানিই ভাঙিয়েছেন। একইভাবে অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল ঢাকাই চলচ্চিত্রে অভিনয় করবেন বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওন। তা গুঞ্জনই রয়ে গেছে। বিদেশি তারকাদের নাম ব্যবহার করে ছবির প্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয় বলছেন চলচ্চিত্র সমালোচকরা।

কোন পথে যাচ্ছে ঢালিউড

বিদেশি নায়িকা বিষয়ে নির্মাতারা বলছেন, গল্পের প্রয়োজনে নেওয়া হচ্ছে তাদের। তবে ঢালিউডের সিনেমায় একের পর এক বিদেশি নায়িকা নিয়ে কাজ করার বিষয়টি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকে। প্রযোজক খোরশেদ আলম খসরু বলেন, 'অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশে শিল্পীসংকট রয়েছে। নতুন নায়িকা তৈরি হচ্ছে না। যে কয়েকজন আছেন তারাই ঘুরেফিরে কাজ করছেন। এ ছাড়া দেশের অনেক নায়িকা আছেন যারা নিয়মনীতি মানেন না। তাই নির্মাতা ও প্রযোজকেরা বিদেশি শিল্পীদের দিকে ঝুঁকছেন। এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির নেগেটিভ দিক। বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে কাজের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকলে আমাদের শিল্পীরা ধীরে ধীরে বেকার হয়ে পড়বেন। আমার পরামর্শ, শিল্পীদের কঠোর অনুশীলন এবং পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্যই নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আসতে হবে। কল টাইমে সেটে উপস্থিত থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজটি দরদ দিয়ে করতে হবে, দায়িত্ব নিয়ে নিজের কাজটুকু শেষ করতে হবে।'

পরিচালক সমিতির সভাপতি কাজী হায়াত বলেন, 'এখানকার শিল্পীরা যদি দুর্লভ হয় তখন বিদেশি শিল্পী আসবেই। ইন্ডাস্ট্রি চলমান রাখতে শূন্যস্থান তো পূরণ করতেই হবে। সেটাই হচ্ছে। বাইরে থেকে এসে নায়িকারা কাজ করছেন। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কী হবে এটা আমার জানা নেই।' সিনেমাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ধারণা করছেন, এমন কৌশলের কারণে আরও প্রকট হতে পারে শিল্পীসংকট। এর আগেই পথ নতুন পথ খুঁজে নিতে হবে আমাদের। দেশীয় সিনেমায় বিদেশি তারকা অভিনয় করতে দোষ নেই, তবে নিজেদের ভালোটা ঢাকাই সিনেমার মানুষদের নিজেদেরই বুঝতে হবে।